ক বি তা গু চ্ছ

আবদুল আজিজ রাজু

Dedicated to my
beloved daughter

-: তুমি এলে অবশেষে:-

মো: আবদুল আজিজ " রাজু"

যেথায় গিয়েছি ফিরেছি সেখান থেকে, রিক্ত নি:স্ব হাতে,
ভেবেছি অনেক, স্বপ্ন দেখেছি,জেগেছি কত রাত ধরে ।।

আত্নিয় পরিজন, আপন ভাই বোন আর সহপাঠীদের ভিড়ে,
দিয়েছি অনেক পাইনি কিছু ফিরেছি রিক্ত নি:স্ব হয়ে।।

ঘুরেছি দেশ -বিদেশ , মিলাতে পারিনি হিসেবের ছোট খাতাটা,
যেথায় গিয়েছি শূন্য হৃদয়ে ফিরেছি, খোলিনি স্মৃতির পাতাটা ।।

অনেক আশা, অনেক স্বপ্ন অনেক প্রত্যাশার মাঝে,
মরুর ধসুরতার মাঝে, রুক্ষ শুষ্ক বালিকণার ফাঁকে ।।

হেমন্তের রুপালি শিশির কণা যেন কুর্ণিশ করে ঝরে পড়ে!
ঝিরিঝিরি বাতাস যেন তোমার আগমনি বার্তা ঘোষনা করে ।।

মায়াবী মরিচিকার মায়াজাল ছিন্ন করে ,
একফালি মরুদ্যানের মত, তুমি এলে অবশেষে ।।

চাওয়া পাওয়ার স্মৃতি হাতড়িয়ে, অনেক খুঁজেছি নিরাশ পরিশেষে,
এক পশলা বৃষ্টির মত, অতৃপ্ত চাতকের কাছে।।

শূন্য হৃদয়ের সকল শূন্যতা মুছে দেওয়ার প্রয়াসে,
তুমি এলে অবশেষে ।।

-: পহেলা বৈশাখ:-

মো: আবদুল আজিজ " রাজু"

গোধুলি লগ্নের নিস্তেজ রবি, ধীরে ধীরে ডুবিছে আজি'কে,
সন্ধাতারা যেন বলছে ডেকে, বিদায় বেলায়-তে ।।

সকল দু;খ মুছে যাবে , যখন হবে নতুনের আগমনি,
চারিদিকে তখন শুনা যাবে শুধু নতুনের জয়ধ্বনি ।।

আসবে সুদিন, মুছে যেত দূ:খ আর লাঞ্চনা, এটাই হউক,
প্রত্যেকে আমাদের নতুন দিনের প্রার্থনা।।

ধীরে ধীরে শেষ হয়ে যাবে তব, সকল তারার রেশ,
উকি দিবে রবি নতুন করে, ছড়িয়ে আলোর পরশ!।

পুরাতন জীর্ণতা সকল দূয়ে মুছে যাক, এস বলি তব,
নব সমারোহে এস এস হেবৈশাখ ।।

দক্ষিনা বাতাস মৃধু ছোয়ে যাবে, গাছের কচি পাতায়,
সূর শোনা যাবেঐ দূর বনে, তাল-তমালের মাথায় ।।

সাল চৌদ্দশত কুড়ি, ফোটাবে নিত্য নতুন ফুলের কুঁড়ি,
বৈশাখ এসেছে নতুনের বার্ত নিয়ে, আহা মরি, মরি।।

আসছে আবার বৈশাখি মেলা, প্রকৃতিতে বর্ণিল সাজ,
মহা সমারহে বলছে সবাই এস এস হে বৈশাখ ।।

-: -: বিস্মৃতি :-

মো: আবদুল আজিজ " রাজু"

রাতভর ভাবনা, সেই মায়াভরা মুখখানা,
স্মৃতির আকাশে যখন দেই হানা।।

বুকচিরে উঠে আসে হারানোর দীঘশ্বাস.
যেন নিবিড় আচ্ছন্ন তিমিরে বেদনা নির্বাক।।

যেন নিবিড় বনপ্রান্তে আমি একা, হঠাৎ উদ্ভাসতি হয়
তোমার নিষ্প্রভ রূপের ঝলকে দেখে ।।

তীব্রগতি নয়নে ছুটে চলা মন পবনের নাও,
ছুটে চলে তরঙ্গ বিক্ষুব্ধ মোহনায়।।

তুমি আছ আমার মুখোমুখি বসে যেন স্বর্গের অপ্সরি
আমি ভাবি -শুধুই ভাবি আর হয়ে যাই আত্মহারা।।

সেই স্মৃতিমাখা দিনগুলি নিয়ে দীঘরাত একা জেগে আছি
অপেক্ষায় , কবে আসবে তুমি ।

তুমি কি শুনছো আমাকে ? নাকি হারিয়ে গেছো ?
কোন সুরের যাদুতে ছায়াচ্ছন্ন গভীর প্রহরে।

কখনও বা হই দিশেহারা , তাকাই মেঘের পানে
তখনই দেখি এলোলায়তি কেশে আর শুভ্র বাসনায়।

চাঁদরে স্নিগ্ধ আলোর কিরণে, মেঘমালার দেশে,
নিবিড় পথ ধরে চলছে তুমি , স্বপ্ন পরীর বেশে।

আমি আজও জেগে আছি , দীঘরাত একাই,
অপেক্ষায়, কবে আসবে তুমি ।

সমস্ত দিনের শেষে, সব কোলাহল থেমে গেলে,
সব পাখিরা যখন নীড়ে ফিরিয়া আসে।

বুকভরা ব্যথা -সোনালি সব স্মৃতি নিয়ে,
জীবনের পাণ্ডুলিপি তখন করি উম্মচেন।

নিভে যায় যখন সকল কামনা,
জেগে উঠে মুখোমুখি বসার বাসনা।

আমি জানি তুমি আছো কোন অশরীর ছদ্মবেশে,
মন্থর হাওয়া, সজাগ প্রহরীর মত আশেপাশে।

তবুও রাতভর ভাবনা, সেই মায়াভরা মুখখানা,
স্মৃতির আকাশে উড়ে দেই হানা।।

উল্কার গতি নিয়ে ছুটে চলে সময়, উদ্দাম চঞ্চল,
ভাবনার আকাশে সংবৎি ফিরিয়া আসে।

সুরলো কণ্ঠে মুয়াযেযমের আযানের ধ্বনি শুনে,
আমি জেগে আছি সব বেদনা আর বুকভরা স্মৃতি নিয়ে।

-: আমাদের খোকা বাবু :-

আবদুল আজিজ ”রাজু”

আমাদের খোকাবাবু খায় দায় ঘুমায়,
সব কিছু পারে বাবু যদি কেহ শুধায়।।

আস্তে করা শব্দের কাটুন, বাবু শুনতে পায়,,
পাশের রুমে মায়ের ডাকে দেয় না ক সায়।।

কম্পিউটারের সকল কিছু দ্রুত করে আয়ত্ব,
পড়ার টেবিল গুছাতে বাবু হয় বেশী বিরক্ত।।

ক্রিকেটের মাঠে বাবু তুষ্ঠ, যদিও করে মহা কষ্ট,
নিজের প্লেট ধোয়ার কাজে, হয় শুধু বিরক্ত।

কাটুনের সব সূচি মনে রাখতে পারে,
পড়ার সূচিতে বাবু অলসতা করে ।

ঘুম থেকে কভু বাবু নিজে নাহি উঠে,
কাটুন দেখার জন্য কারো নাহি লাগে ।

আমাদের খোকা বাবু খায় দায় ঘুমায়,
সব কিছু পারে বাবু যদি কেহ শুধায়।

পড়ার কথা বললে বাবু সবজানা আছে ,
কত নাম্বার পাবে এবার শুধায় যদি তাকে ।

দশে দশ পাব বলে করে বাহাদুরী,
সাড়ে সাত নিয়ে এসে করে জারিজুরি ।

বোনাটাকে করে আদর, কেঁদে উঠে যখনি ,
নিজের কিছু নষ্ট করলে ক্ষেপে উঠে তখনি ।

-: কাল বৈশাখি :-

আবদুল আজিজ ''রাজু''

ঈষান কোনে মেঘ জমেছে, ঐ বুঝি ঝড় এলোরে,
চল ছুটে চল ঘরের পানে, এখুনি ঝড় আসবে রে ।

লাল সিঁদুরে মেঘের রঙ, কাল বৈশাখি আসবে রে,
মাঠ থেকে সব গরু নিয়ে, এখুনি ছুটে চল রে ।

আকাশ জুড়ে হলদে আলোর ছটা, গুরুগম্ভীর ডাক রে,
কাল বৈশাখি ঝড়ের আভাস, সবাই ছুটে চল রে ।

ঝড় এলো ঝড় এলো, আম পড়ে টুপ টাপ,
দূরুন্ত সব ছেলেদের বেড়ে যায় দুপ দাপ।

বাঁশ ঝাড়ে ঝড় আসে, শনশন আওয়াজে,
ঢলাঢলি করে তারা এ যেন এক মিতালি ।

চারদিকে উড়ে ধূলি বাদ নেই শুকনো পাতা রে,
সব কিছুর সুখ:দুঃখ এক সাথে গাঁথারে ।।

চারদিকে বায়ু বয় শনশন রবে ,
আকাশটা যেন ভেঙে পড়ে বিকট শব্দে ।

চল ছুটে চল ঘরের পানে, ঐ বুঝি ঝড় এলো রে,
কাল বৈশাখি ঝড়ের আভাস এখুনি ছুটে চল রে ।।

-:২০৬০ সাল :-

আবদুল আজিজ ''রাজু''

২০৬০ সাল, হয়তো বা থাকবেনা কোন কিছুর ই আকাল,
হাত বাড়ালেই পেয়ে যাবে প্রয়োজন হবে না সকালের বা বিকাল ।

প্রয়োজন হবে না বাস,ট্রাক বা নৌযান থাকবে শুধু সে সময়ে মহকাশযান,
দেখবে না বাসস্ট্যান্ড, সেখানে থাকবে অত্যাধুনিক লঞ্চিং প্যাড ।

মানুষ যাতায়াতে করবে ব্যবহার,বিমান আর উড়োজাহাজ,
পাল্লা দিয়ে মহাকাশে যাবে নতুন নতুন মহাকাশযান ।

মানুষ খুঁজবে না কোথায় হিমালয়,কোথায় বঙ্গোপোসাগর কিংবা সুন্দরবন,
খোঁজে বেড়াবে সবাই তখন গ্রহ থেকে গ্রহান্তর।

একদা মানুষ খোঁজে বেড়াত সিন্দু থেকে সাহারা,
তখন মানুষ খুঁজবে ছায়াপথ থেকে গ্যালাক্সি খুশিতে আত্মহারা ।

মানুষ তখন করবে সবাই গ্রহ নিয়ে মাতামাতি, মঙ্গল বুধ আর বৃহস্পতি,
তখন হয়ে যাবে সবাই আমাদের প্রতিবেশী ।

মানুষ হয়ে যাবে যন্ত্রচালিত তাকাবে না কেউ কারো পানে,
প্রয়োজন হবে কথা বলার কারো হাতে মুঠোফোন ধরে ।।

-: গার্মেন্টস শ্রমিক :-

আবদুল আজিজ ''রাজু''

ম্লান হয়ে আসে জোছনার আলো,
ফিকে হয়ে আসে পূর্বাকাশ!

মোয়াজ্জেমের সুললিত কণ্ঠে আযানের ধবনি শুনার ও আগে,
সরব হয়ে আসে ছোট ছোট খুপরি ঘর!

কেহ বা ছুটে ছুলার ঘরে, কেহ বা টয়লেটে
যত দ্রুত নিতে হবে দখল ।

তারপর ছুটে চলা, কারখানার পানে , শুরু হবে নিরন্তর শ্রম।
যারা কাজ করে তৈরি পোশাকের কারখানায় ।

যাদের অক্লান্ত শ্রম আর সাধনায়,
মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে বিশ্বের আঙিনায় এ দেশ মাতৃকা ।

অনিন্দ্য সুন্দর তখনি, পোশাক সুন্দর যখনি, এ মূল মন্ত্রে বিশ্বাসী,
এমনি করে যারা বিশ্ববাসীকে করেছে সুন্দর ।

দুবেলা দু মুঠো অন্ন, আর একটু ভালো থাকার সন্ধানে,
যারা ছুটে এসেছে এ ব্যস্ত শহরে, পেছনে রেখে কৈশরের সব সব স্মৃতিকে

অবহেলিত বাংলার সেই নারী সমাজ,
পুরুষ শাসিত সমাজে যারা নিত্য নিপীড়িত ।

চেষ্টা করেছে তারা এ শিল্পকে আঁকড়িয়ে প্রতিষ্ঠা করতে নিজকে।
কতটুকুন সফল করছে নিজকে সহজে অনুমেয়, ভোরের মিছিল দেখে ।

মলিন পোষাকে, বাটি হাতে ধরা ঠোঁটে মধুর হাসি,
সেই ছুটে চলা কবে হবে সার্থক জানে না ক কেউ ।

তবুও খুশি, এদেশতো দিনে দিনে হচ্ছে সমৃদ্ধশালী ,
অথচ নিজের দিকে কেউ ফিরেও তাকায়নি ।

নিজকে যারা বিলিয়ে করেছে সমৃদ্ধ এ শিল্পকে,
শত প্রণাম তব সেই সৈনিক দের তরে।।

-: প্রথম শিহরন :-

আবদুল আজিজ ”রাজু”

শীতের কুয়াশাচ্ছন্ন রাত, পুরো পাড়া যখন ঘুমের ঘোরে,
দীঘরি অথৈ জলরাশ, মৃদু বাতাসে ছোট ছোট ঢেউ তোলে।

নির্ঘুম রাত একা জেগে আছে , জারা নামের ষোড়শী তন্নি তরুণী ।
সবে মাত্র শুরু করছে কলেজ জীবন খানি ।

হঠাৎ আজকে তাহার মন, সৃষ্টি হলো নতুন এক উদাসীনতা,
যখনই হাতে পেলো, জনি নামের সেই দুষ্টটির পত্রখানা।

হয়ে আসে নিসাড় সব, থেমে যায় কোলাহল,
অবিশ্রান্ত ভাবে ভেসে আসে কোকিলের কুহুতান।

হঠাৎ সচকতি হয় জারা, ও পাশ থেকে ভেসে আসে মায়ের গলা,
তুমি কি এখনো জেগে আছো ? ঘুমাও নি কি এখন ও?

না মা, হয়েছে কি রাত্রি অধিক? এখনও যে হয়নি শান্ত পাখির কলকাকলি,
চেয়ে দেখ কৃষ্ণ পক্ষেরচাঁদ উঠানে এখনও আকাশে।

বলো কি তুমি জারা? রাত্রি হয়েছে ঢের মেলা , কান পেতে শুনো শিশির শব্দ কণা,
জানালার ফাঁকে দেখ কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ।

ঘুমের নিবিড় আচ্ছন্ন সবাই একাই তুমি জাগ্রত, আসলে কি হয়েছে বলতো?
হচ্ছে কি শীতের তীব্রতায় কোন কষ্ট।

আসলে কি মা হয়েছে এমন, মনটাও কেমন মনে লয়,
রাত্রিটা কেমনজানি , স্বপ্নাচ্ছন্ন মনে হয়।
মা বলে উঠানে তখন , কণ্ঠে নরম সুর,
ঠিক আছে, এখন শুতে যাও তবে, সব কিছু করে দুর।

শুতে গিয়ে হয় না ঘুম, এপাশ ও পাশ করে মেলা ,
ভাঁজ করা সইে পত্রখানা, হাত বাড়িয়ে নিলো জারা।

চিঠি টা তার হাতে ধরা, মন উদাসিনী, কল্পলোকের আকাশে
উড়ছে যনে সেই ছেলেটি, বাজিয়ে বাতাসের বীণ।

উড়ে আসছে দুলকি চালে পঙ্খিরাজ কে সাথে নিয়ে,
শ্বেত মেঘমালা তাকে কুর্ণিশ করে , নামিয়ে করে শির।

লক্ষ তারকা রাশি যেন, সামান্ত সিপাহির মত করছে প্রদক্ষিণ,
তাই আজকে জারা হয়েছে অপেক্ষায় মান।

কোকিল যেন কুহুতানে করছে ঘোষণা,
সে আসছে , সে আসছে সবাই আনন্দে আত্মহারা ।

ক্ষিপ্র হস্তে খুলল জারা,সেই চিঠি খানা,
নেই যেন আজ তাতে কিছু, ভেসে উঠে উঠে শুধুই মুখখানা ।

চিঠি খানাভাঁজ করে আবার আগের স্থানেরাখে ,
ফিস-ফিসিয়ে বলছে কে যেন, পড়ছ না কেন? কোন অনুরাগে।

আবার জারা হারিয়ে যায়, কল্পলোকরে দেশে,
যখন থেকে তাকে যেন সেই ছেলেটি ডাকে।

মেঘমালা তৈরি করে নতুন সিংহাসন,
রাজা সেজে আসে যেন সেই প্রিয়জন।।
রানি কোথায় আছে এখন ? লক্ষ তারার প্রশ্ন এমন,
চাঁদ যেন বলল তখন, দেখনা ওদিক চেয়ে ।
লক্ষ তারা মিটিমিটি বলছে যেন কি,
স্বাগতম সুস্বাগতম মহান রাণীজি ।।
দুষ্ট পেঁচার করুন ডাকে সংবিৎ ফিরে আসে,
কোথায় গেলো মেঘমালা হারিয়ে তারার দেশে।
আলতো ভাবে খোলে দিলো পাশের জানালা,
একরাশ শীতের হাওয়া, কাঁপিয়ে দিয়ে যায়।
কৃষ্ণপক্ষরে চাঁদ ও তখন অস্তে চলে যায়।।
কানের কাছে কে যে আজ, বলছে চুপি চুপি
তোমায় শুধু ভালোবাসি ভালোবাস।
প্রথম প্রেমের শিহরন, তাইতো জারা উতলা,
চুপি চুপি বলল সে যে বন্ধু তোমায় ভুলবো না ।।

-: সেই মুখখানি :-

আবদুল আজিজ ''রাজু''

বারবার ফিরে আসে সেইমুখ খানি, হৃদয় পটে,
যাকে দেখেছিনু আমি চলন্ত বাসের মাঝে ।।
মুখোমুখি বসেছিনু সেই স্মৃতিখানি, যা আজ মনে পড়ে,
নিমেষে রাঙা হয় লজ্জায়মুখ খানি ।।
কিন্তু তাহার নিস্প্রভ মুখে যেন বিদ্যু ঝলক,
সমুদ্রের সকল নীল যেনপড়ে না পলক ।।
উদ্দাম চঞ্চলা তবু অপচল গভির সিন্ধুর,
কোথা হতে আনলো জানি সেই অপরুপ ।।
চুল যেন অন্ধকার অশান্ত নদীর তরঙ্গ,
চলাৎ চলাৎ ঢেওতোলা মুক্ত বিহঙ্গ ।।
শ্রাবন্তির কারুকার্যময় মুখায়ব খানি,
কাজল কৃষ্ণ দুটিআঁখি, হরিণীর চাহনি ।।
দু চোখে ছিলো আমার অপলক চাহনী ,
যেন স্বর্গহতে আসাকোন অপ্সরি ।।
মুখোমুখি বসেছিনু সেই স্মৃতিখানি, যা আজ মনে পড়ে,
নিমেষে রাঙা হয় লজ্জায়মুখ খানি ।।
ইচ্ছে হলো কিছু কথাবলতে তাহার সাথে,
আর শত সহস্র বছর ধরে তাকে দেখতে ।।
ডাগর ডাগর ঐদুটি চোখে যেন সাত সাগরের নীল,
ইচ্ছে হলো দিতে গুজেখোঁপায় চাঁপা ফুল ।।
উদাস সময় কখনচলে, পথ ফুরিয়ে আসে,
ভেঁপু বাজিয়ে বাসখানা যেন তারই আভাস দিচ্ছে ।।
কোথায় তুমি, কোথায় বাড়ী , জানি না কোথায় আজ ,
সাহস করে জানা হয়নি নাম খানি কি তার ।।
মুখোমুখি বসেছিনু সেই স্মৃতিখানি, যা আজ মনে পড়ে,
নিমেষে রাঙা হয় লজ্জায়মুখ খানি ।।